সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ | ৪০তম বর্ষ | ৮ম সংখ্যা | অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৪ | পৃষ্ঠা ৮

রাজধানীতে জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮ এর উদ্বোধন

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

'সারা বছর সবজি চাষে, পুষ্টি-স্বাস্থ্য-অর্থ আসে' এ প্রতিপাদ্যে রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ চত্বরে ১৪ জানুয়ারি শুরু হয় 'জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮'। তিন দিনব্যাপী এ মেলার উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শাজাহান খান এমপি। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, পুষ্টি চাহিদা ও আর্থিক চাহিদার কথা চিন্তা করে আমাদের কৃষকরা সবজি চাষে এগিয়ে যাচ্ছেন। সবজি উৎপাদনে আমাদের নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সবজি চাষে ক্ষতিকর কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে নিরাপদ সবজি উৎপাদন জোরদার করতে হবে। তিনি বলেন, এক সময় শুধু একটা নির্দিষ্ট মৌসুমে কিছু সবজি পাওয়া যেত। এখন সারা বছর সবজি চাষ হচ্ছে এবং বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। মন্ত্রী আরও বলেন, শহর অঞ্চলে ছাদে বাগান এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। যা বায়ুমণ্ডলকে বিশুদ্ধ করে তোলে। মাননীয় মন্ত্রী আরও বলেন, সামুদ্রিক শৈবাল চাষে ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে,

(২য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাননীয় নৌপরিবহন মন্ত্রী। এ উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন মাননীয় নৌপরিবহন মন্ত্রী, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব প্রমুখ

বিএআরসিতে ৩৩তম সার্ক চার্টার ডে উদযাপিত

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

৩৩তম সার্ক চার্টারডে উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি

রাজধানীর ফার্মগেটস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল অডিটোরিয়ামে ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ৩৩তম সার্ক চার্টার ডে উপলক্ষে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিএআরসি, ডিএই, বিএআরআই, ব্রি, বিএসআরআই, কেজিএফ, সিমিট, ইরি এবং এসিআই যৌথভাবে এগ্রিবিশন-কাম রিজিওনাল সেমিনার অন এগ্রিকালচারাল মেকানাইজেশন ফর সাসটেইনেবল ইনটেনসিফিকেশন অব এগ্রিকালচার বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে। দুটি সেশনে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সকালের সেশনে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী আ. হ. ম মুস্তফা কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে সেমিনারের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, যান্ত্রিকীকরণের ফলে কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায় বাংলাদেশ খাদ্যে

(৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

রাজধানীতে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস পালিত

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

বিশ্ব মৃত্তিকা দিবসে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস ২০১৭ পালন করছে। এবারের বিশ্ব মৃত্তিকা দিবসের প্রতিপাদ্য 'মাটি থেকে শুরু হোক ধরিত্রীর যত্ন'। এ উপলক্ষে ০৫ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা হতে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়ে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে এসে শেষ হয়। দিবসটি উপলক্ষে রাজধানীর খামারবাড়ির আ. কা. মু. গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটরিয়ামে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরতে সেমিনার ও সয়েল কেয়ার অ্যাওয়ার্ডের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্। তিনি বলেন, আমরা মাটিকে যথাযথ

(৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

রাজধানীতে জাতীয় সবজি মেলা ২০১৮ এর উদ্বোধন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

যা নিয়ে ইতোমধ্যে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি বলেন, হাইব্রিডের কারণে এখন আমরা সারা বছর সবজি পাচ্ছি, যা আগে কখনো আমরা ভাবতে পারতাম না। হাইব্রিডের প্রচলন সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। সে সময় অনেকে সমালোচনা করেছিল। হাইব্রিড বীজ নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানির কাছে জিম্মি হয়ে যাবো। আমাদের কৃষকরা কারো কাছে এখনো জিম্মি হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী আরও বলেন, আলু থেকে তৈরি স্টার্চ আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকি। আমাদের দেশে আলু থেকে কিভাবে স্টার্চ তৈরি করা যায়, গবেষণার মাধ্যমে ভ্যারাইটাল ইমপ্রুভমেন্টের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ গার্মেন্ট শিল্পে স্টার্চের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তিনি বলেন, কাঁচা কাঁঠালকে ভেজিটেবল মিট হিসেবে ব্যবহার দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁচা কাঁঠালকে বিদেশে রপ্তানি করতে পারলে আমরা অনেক দিক দিয়ে এগিয়ে যেতে পারবো। মাননীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেন, ভাসমান সবজি চাষে আমরা বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পেয়েছি এবং এটা দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করছে। শূন্যে, জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে উদ্যান তৈরি হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মেলা উপলক্ষে সকাল ৯.৩০টায় জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা থেকে র‍্যালি শুরু হয়ে কেআইবি চত্বরে শেষ হয়। সকাল ৯:৪৫টায় কেআইবি অডিটরিয়ামে 'পরিবর্তিত জলবায়ুতে পুষ্টি নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে বছরব্যাপী নিরাপদ সবজি চাষ' বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. হারুনর রশীদ। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নেন হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আবুল কাসেম ও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর মো. রুহুল আমীন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. আব্দুল আজিজ। আয়োজিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্।

সবজি মেলায় এবার প্রায় ১০৪ ধরনের সবজি প্রদর্শিত হয়। এতে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ৫৬টি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৮০ টি স্টল ও ৪টি প্যাভিলিয়ন স্থান পায়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি র‍্যালি, সেমিনার, জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

প্রতিটি ভালো বীজের ব্যবহার নিশ্চিতের আহ্বান

–কৃষিবিদ মো. শাহাদাত হোসেন, কৃতসা, বরিশাল

বরিশালে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

বীজ কৃষির প্রথম ও প্রধান উপকরণ। মানসম্মত বীজ কাঙ্ক্ষিত ফলনে সহায়ক। এ বীজ উৎপাদনে মেধা, শ্রম, সময় ও অর্থের প্রয়োজন হয়। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি ভালো বীজের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বোরো মৌসুমে বীজসহ কৃষির সব উপকরণের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। গত ২ ডিসেম্বর বরিশালস্থ ব্রির কনফারেন্স রুমে 'বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে নির্বিঘ্নে বোরো আবাদ : সতর্কতা ও করণীয়' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, যেখানেই ভূ-উপরিস্থ পানির সহজলভ্যতা আছে, সেখানেই বোরো আবাদ। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিলে বোরো আবাদে এ অঞ্চল হবে বিশাল সম্ভাবনাময়। তবে সেচসহ অন্যান্য যে সব অসুবিধা রয়েছে তা নিরসনে কৃষি মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া ব্লাস্ট রোগ নিয়ে আগে থেকেই সতর্কতার সাথে ভাবতে হবে। অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে বোরো আবাদ বাড়াতে হবে। এটি করতে পারলে কৃষক ও দেশ উপকৃত হবে। তিনি বলেন, এ অঞ্চলে খরিফ-১ মৌসুমে শতকরা ৭১ ভাগ জমি পতিত থাকে। একে চাষের আওতায় আনতে হবে। অন্য দিকে আমনের পরে আউশই হচ্ছে এ অঞ্চলের অন্যতম ফসল। এর উৎপাদন ও চাষের জমি বাড়াতে হবে। গবেষকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, জাত উদ্ভাবনে সময় কমিয়ে আনতে হবে। সঠিক জাতটি নির্বাচন করতে পারলে উৎপাদন অনেকাংশে বাড়ানো সম্ভব। ব্রি আয়োজিত এ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি অনুবিভাগ) মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মো. নাসিরুজামান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আব্দুল আজিজ। এতে সভাপতিত্ব করেন ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) বলেন, কৃষকের চাহিদামাফিক যন্ত্র সরবরাহে বর্তমান সরকারের যথেষ্ঠ আন্তরিক। যুগোপযোগী যন্ত্র উদ্ভাবন, আমদানি ও সরবরাহে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বোরো উৎপাদন কার্যক্রমে কৃষকের পাশে থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য উপস্থিত সবাকে তিনি আহ্বান জানান।

বিএডিসির চেয়ারম্যান বলেন, এ অঞ্চলে আমন সংগ্রহ দেরি হওয়াতে বোরোর জন্য কাঙ্ক্ষিত জমি পাওয়া যায় না। ফলে বোরো আবাদ বাধাগ্রস্ত হয়। এ ক্ষেত্রে ব্রি ধান৪৮ অথবা ব্রি ধান৫৮'র মতো স্বল্পমেয়াদি জাতগুলো চাষ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ অঞ্চলের খাল খনন করে সেচের পানির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা হবে।

ডিএইর মহাপরিচালক বলেন, ব্রি ধান৬৭, ব্রি ধান৬৮, ব্রি ধান৭৪, বিনা ধান১০ ভালো জাত। এগুলো নির্বাচন করা যেতে পারে। বোরো ধান চাষের আওতা বাড়ানোর পাশাপাশি দু'টি করে চারা ও ২.৫ কেজি হারে বীজ ব্যবহারের পরামর্শ দেন। তিনি সেচকাজে সোলার প্যানেল ব্যবহার বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে ব্রির ডিজি বলেন, ব্রি উদ্ভাবিত জাতগুলোর মধ্যে এ অঞ্চলের উপযোগী বেশ কয়েকটি জাত রয়েছে। বোরো মৌসুমে এ সব জাত কাঙ্ক্ষিত ফলন এনে দিতে পারে। এ ছাড়া ব্রি উদ্ভাবিত হাইব্রিড জাতগুলো সম্প্রসারণের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রির মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আলমগীর হোসেন। এতে ডিএইর উপস্থাপনা করেন বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. ওমর আলী শেখ এবং বিএডিসির উপস্থাপনা করেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী শিবেন্দ্র নারায়ণ গোপ। কর্মশালায় কৃষকসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শতাধিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে গত ১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় একই স্থানে তিনি বরিশালস্থ কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তর প্রধানদের সাথে মতোবিনিময় করেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে এতে সম্মানিত অতিথি ছিলেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. হারুর রশীদ। এ সময় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মো. নূরুল আলম, বরিশালের জেলা প্রশাসক মো. হাবিবুর রহমান এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. আল মামুন উপস্থিত ছিলেন।

এসডিজি বাস্তবায়নে বিএমডিএর ভূমিকা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব ড. মো. মোজাম্মেল হক খান উপস্থিত ছিলেন

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও কার্টিন ইউনিভার্সিটি, অস্ট্রেলিয়ার আয়োজনে ১৩-১৪ জানুয়ারি ২০১৮ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিএমডিএ) সম্মেলন কক্ষে রোল অব বিএমডিএ ফর দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অব এসডিজিস অ্যাট দ্য গ্রাসরুট লেভেল ইন বারিন্দ এরিয়াস শীর্ষক দুই দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এবং প্রাক্তন এমপি ড. আকরাম হোসেন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহা. রফিকুল আলম বেগ উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বিএমডিএর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ড. আসাদুজ্জামান, বর্তমান নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী আব্দুর রশীদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো: মোস্তাফিজুর রহমান কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কার্টিন ইউনিভার্সিটি অস্ট্রেলিয়ার সাসটেইনেবিলিটি পলিসি ইনস্টিটিউটের প্রফেসর অ্যান্ড ডিরেক্টর ডোরা ম্যারিনোভা।

সমাপনী দিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব ড. মো. মোজাম্মেল হক খান উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জনাব মো: আমিনুল ইসলাম, বগুড়া আরডিএর ডিজি জনাব প্রকৌশলী এম এ মতিন, কার্টিন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. আমজাদ হোসেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রফেসরবৃন্দ, বিএমডিএর নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী আব্দুর রশীদ, নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ, বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক, রাজশাহীতে অবস্থিত কৃষি গবেষণা এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর ভবিষ্যত বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয় যা টেকসই উন্নয়নে সহায়তা করবে এবং ২০৩০ সালের প্রধান অতিথি হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব ড. মো. মোজাম্মেল হক খান উপস্থিত ছিলেনএসডিজি অর্জনে সহায়ক হবে। সমাপনী দিনে Barind Academy for Sustainable Development and Environment (BASDE) নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দক্ষিণাঞ্চল সফর

–নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

পটুয়াখালীতে শস্য কর্তন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

দেশের দক্ষিণাঞ্চল সফরের অংশ হিসেবে ০১ ডিসেম্বর কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ পটুয়াখালীর দশমিনা বীজবর্ধন খামার পরিদর্শন করেন। তিনি খামারে নির্মিত অবকাঠামো এবং ফসলি জমি ঘুরে দেখেন। তিনি খামারের ক্যাম্পাসে একটি বকুল ফুলের চারা রোপণ করেন। এর আগে তিনি লেবুখালীর আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রে হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে তরমুজ আবাদের একটি বিশেষ জমি প্রত্যক্ষ করেন। এ সময় তার সফরসঙ্গী ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) চেয়ারম্যান মো. নাসিরুজ্জামান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) মহাপরিচালক মো. আবদুল আজিজ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর, ডিএই বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. ওমর আলী শেখ, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আব্দুল ওহাব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব) মো. আল মামুন, ডিএই পটুয়াখালীর উপপরিচালক হৃদয়েশ্বর দত্ত, বিএডিসির যুগ্ম পরিচালক ড. এ কে এম মিজানুর রহমান প্রমুখ।

উল্লেখ্য, দশমিনা উপজেলার চর বাঁশবাড়িয়া, চর হায়দার এবং চর ভুতাম নিয়ে ১ হাজার ৪৪ একর ভূমিতে স্থাপিত এ খামারে চলতি মৌসুমে ৩৪৩ একর জমিতে ব্রি ধান৫২, ১২ একর জমিতে বিআর২২ এবং ৮ একর জমিতে ব্রি ধান৭৬ চাষ হয়েছে। এর ফলে এ অঞ্চলে আগামী আমন মৌসুমে মানসম্পন্ন বীজের চাহিদা পূরণে বিরাট ভূমিকা রাখবে। পরে তিনি দশমিনার একটি দৃষ্টিনন্দন মিশ্রফল বাগান পরিদর্শন শেষে ব্রি ধান৭৬-এর শস্য কর্তন ও কৃষক মাঠদিবসে অংশ নেন। সফরের অংশ হিসেবে ০২ ডিসেম্বর বরিশালের চরবদনার ব্রির ফার্ম পরিদর্শন করেন। তিনি ওখানে আবাদকৃত উচ্চফলনশীল জাতের বিভিন্ন বীজ ধানক্ষেত প্রত্যক্ষ করেন। পরে ব্রির সম্মেলন কক্ষে 'বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে নির্বিঘ্নে বোরো আবাদ: সতর্ক ও করণীয় শীর্ষক দিনব্যাপী এক আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন করেন।

কুষ্টিয়ায় দুইশ' জন কৃষকের মাঝে উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের বীজ বিতরণ

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য জনাব মাহবুব উল আলম হানিফ

গত ৪ ডিসেম্বর কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদ হলরুমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন সমন্বিলিত ভাবে জেলার ২শ' জন প্রগতিশীল কৃষকের মাঝে উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের বীজ (ব্রি ধান৬৩ ও ব্রি ধান৭১) বিতরণ করে। এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো.জহির রায়হানের সভাপতিত্বে সদর উপজেলা পরিষদ হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ব্রি মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর, ইরি-বাংলাদেশের কো-অর্ডিনেটর প্রফেসর ড. মো. লুৎফুল হাসান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিনয় কৃষ্ণ দেবনাথ এবং সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইবাদত হোসেন।

বিএআরসিতে ৩৩তম সার্ক চার্টার ডে

(১ম পাতার পর)

স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ফলে, কৃষি খাতের বেকার শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, শিল্পখাতে স্থানান্তর করা হবে। কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে সার্ক আয়োজিত সরকারি-বেসরকারি ১০ প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে এক দিনের কৃষি যান্ত্রিকীকরণ মেলার উদ্বোধন করেন মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. ভাগ্য রানী বণিকের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য দেন সার্ক এগ্রিকালচার সেন্টারের পরিচালক ড. এস এম বখতিয়ার। সেমিনারের দুপুরের সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের কৃষকবান্ধব নীতির কারণে কৃষিতে আমরা এত সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির স্বীকৃতি হিসেবে সেরেস পদকে ভূষিত হন। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষি শ্রমিকের একটি বড় অংশ শিল্প ও পরিবহন খাতে স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং অনেক শিক্ষিত বেকার যুবকেরা শহরমুখী হয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক সংকট ও কৃষি উৎপাদনশীলতা ধরে রাখতে হলে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের বিকল্প নেই।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মোহাম্মদ নজমুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. ভাগ্য রানী বণিক, সিমিট বাংলাদেশের ড. টিপি তিওয়ারী, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ড. ওয়ায়েস কবির। মেকানাইজেশন অব এগ্রিকালচারাল ভ্যালু চেইন ফর সাসটেইনেবল ইনটেনসিফিকেশন অব এগ্রিকালচার ইন সার্ক রিজিয়ন বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির এমিরিটাস অধ্যাপক ড. গজেন্দ্র সিং।

উল্লেখ্য, আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ অঞ্চলকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলের ৭টি দেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপ ১৯৮৫ সালে ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম সার্ক সম্মেলনে 'সার্ক চার্টার'এ স্বাক্ষর করে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তরগুলোর বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞরা সম্প্রসারণ কর্মীরা সেমিনারে অংশ নেন।

রাজধানীতে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস

(১ম পাতার পর)

ব্যবহার না করে তার উর্বরতা শক্তি নষ্ট করে ফেলছি। মাটি যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা যথেষ্ট দেরি হলেও আমরা বুঝতে পেরেছি। আমরা দিন দিন সচেতন হচ্ছি। তিনি আরও বলেন, ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, শিল্পায়ন, দূষণ, ব্যাপক হারে বনভূমি ধ্বংস এবং অপরিকল্পিত চাষাবাদের ফলেও অনেক অঞ্চলের মাটি নষ্ট হচ্ছে। সিনিয়র সচিব উল্লেখ করেন, বর্তমানে ইটের ভাটা মাটি ধ্বংসের অন্যতম কারণ। তিনি বলেন, যদি আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য বাসযোগ্য মাটি রেখে না যাই, তাহলে নগদ অর্থ ও ধনসম্পদ কোনো কাজে আসবে না। আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর পরিবেশ তৈরি করতে আমাদের সবাইকে মাটি রক্ষায় সচেতন হতে হবে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদানে মাটির গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝাতে হবে এবং মৃত্তিকা সম্পদ সংরক্ষণে জনগণকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক মো. দেলোয়ার হোসেন মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আব্দুল আজিজ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. ভাগ্য রানী বণিক ও প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর হাসিন জাহান। আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাবেক সচিব ও বিশিষ্ট মৃত্তিকা বিজ্ঞানী ড. জহুরুল করিম। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মো. সিরাজুল হক ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. জহির উদ্দীন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস ২০১৭ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ড. মো. মকবুল হোসেন।

দিবসটি উপলক্ষে তিন ক্যাটাগরিতে তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সয়েল কেয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০১৭ সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা পেয়েছেন, বালুচরে মিষ্টিকুমড়া চাষ করে সফলতা অর্জনকারী রংপুরের গঙ্গাচড়ার প্রান্তিক চাষি কবিতা বেগম, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক স ম শহীদ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক ডিন ও অ্যামেরিটাস অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম।

চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলায় কৃষি প্রণোদনার উপকরণ বিতরণ

–আবু কাউসার মো. সারোয়ার, কৃতসা, চট্টগ্রাম

কৃষকের মাঝে কৃষি উপকরণ সামগ্রী বিতরণ করছেন মাননীয় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী জনাব ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি

চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলায় গত ২৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে রবি মৌসুমের প্রণোদনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১২০ জন কৃষকের মাঝে ভুট্টা, ফেলন, চীনাবাদাম, বিটি বেগুন, গ্রীষ্মকালীন মুগ উৎপাদনের জন্য বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বীজ ও সার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী জনাব ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের সদস্য জনাব শেখ আতাউর রহমান এবং মিরসরাই উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইয়াছমিন আক্তার কাকলী। অনুষ্ঠানে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় উপজেলা ও ইউপি চেয়ারম্যান/সদস্য, মুক্তিযোদ্ধা, স্কুল কলেজের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, কৃষক এবং মিরসরাই উপজেলা কৃষি অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দসহ প্রায় দুই হাজারের অধিক লোক উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম

ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের জাতীয় সেমিনার

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে ঝুঁকিপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আর পরিবর্তিত জলবায়ুর কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে কৃষি খাত। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবে অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে দীর্ঘ সময়ের জন্য অনেক স্থান জলমগ্ন থাকে। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য ভাসমান সবজি চাষ বাড়াতে হবে। ০৪ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে রাজধানীর খামারবাড়ির আ.কা.মু. গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়ামে বন্যা ও জলাবদ্ধপ্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, ভাসমান সবজি উৎপাদন আমাদের ২০০ বছরের ঐতিহ্য। এ প্রকল্পের বড় সাফল্য হলো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন। ভাসমান সবজি উৎপাদনের মাধ্যমে নতুন নতুন এলাকা সৃষ্টি করে কাজের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আব্দুল আজিজের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান মো. আনোয়ার হোসেন ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (পিপিবি) ড. মো. আবদুর রৌফ। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

পুষ্টি কর্নার ঃ কমলা

সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা

কমলা ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ জনপ্রিয় ফল। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম কমলায় জলীয় অংশ ৮৯.৪ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.১ গ্রাম, হজমযোগ্য আঁশ ০.৩ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৪৩ কিলোক্যালরি, আমিষ ০.৭ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, শর্করা ৯.৭ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২২ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৩ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.০৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০১ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ৪০ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কমলা সর্দিজ্বর নিরাময়ে উপকারী। ফলের ছাল বমি নিবারক। ফলের শুষ্ক খোসা অম্লরোগ ও শারীরিক দুর্বলতা নিরসনে উপকারী। ফুলের রস ভাইরাল ইনফেকশন ও কিডনিতে পাথর জমা প্রতিরোধ ও মৃগী রোগ নিবারক। কমলার জনপ্রিয় জাত হলো খাসিয়া, নাগপুরী, মোসাম্বি, বারি কমলা-১, বারি কমলা-২, বারি কমলা-৩। সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার ও পঞ্চগড় এলাকায় কমলার চাষ হয়। সাম্প্রতিক কালে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সখ করে পারিবারিক ভাবে কমলার আবাদ শুরু হয়েছে। ফল হিসেবে, জুস করে কিংবা অনেক রান্নাতেও কমলা ব্যবহার করা হয়। তাছাড়াও এটি আইসক্রিম, জুস, স্কোয়াশ, জ্যাম জেলি প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়।

তিস্তার বালুচরে সেচ সম্প্রসারণ করা হবে

–কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম, কৃতসা, রংপুর

তিস্তা ব্যারাজ থেকে যমুনা সেতু পর্যন্ত প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার হেক্টর আবাদযোগ্য চর রয়েছে। কৃষির আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে স্থায়ী-অস্থায়ী এসব চরে মিষ্টি কুমড়া, স্কোয়াস, ভুট্টা, আলু, গম, সরিষা ইত্যাদি চাষ হচ্ছে। তবে চরাঞ্চলে চাষ করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয় সেচ নিয়ে। সেচের সমস্যা লাঘব করতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) পাইলট প্রকল্প হিসেবে আগামী মৌসুমে কর্মসূচি গ্রহণ করতে চায়। গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে রংপুর কাউনিয়া উপজেলার তালুক শাহবাজপুর তিস্তার চরে কৃষকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসির চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মো. নাসিরুজ্জামান এ সব কথা বলেন।

কাউনিয়া উপজেলার তালুক শাহবাজপুর চর কৃষি কার্যক্রম পরিদর্শন উপলক্ষে বিএডিসির চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মো. নাসিরুজ্জামান বক্তব্য রাখছেন

বিএডিসি চেয়ারম্যান রংপুর জোনে দুই দিনের মাঠ সফরে রোববার সকালে কাউনিয়া উপজেলার তালুক শাহবাজপুর তিস্তার চরে কৃষি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, প্রাকটিক্যাল অ্যাকশন-বাংলাদেশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। উপজেলা কৃষি অফিসার মো. শামীমুর রহমান বলেন, কাউনিয়া উপজেলার তালুক শাহবাজপুর চরসহ বালাপাড়া চর, বিশ্বনাথ চর, গোপীডাঙ্গার চর, গনাই চর, টাপুর চর ও তৎসংলগ্ন প্রায় ৩০০০ হেক্টর চরাঞ্চল রয়েছে। তার মধ্যে ২৫০০ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ হয়। এসব চরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সহায়তায় ভুট্টা, গম, মিষ্টি কুমড়া, স্কোয়াস, বাদাম, তিল, তিশি, তরমুজসহ শাকসবজি উৎপাদন করে থাকেন। বিএডিসির তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী কৃষিবিদ সঞ্চয় সরকার বলেন, চাষাবাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন, সার, বীজ ইত্যাদি উপকরণ সহজ লভ্য হলেও সেচ প্রদানের ক্ষেত্রে সে রকম সুবিধা অদ্যবধি গড়ে উঠেনি। তিনি আরও বলেন, চর এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে আধুনিক সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সৌরশক্তিচালিত পাম্প ও পোর্টেবল ইরিগেশন ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম দ্বারা নদীর পানি উত্তোলনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হবে।

এরপর বিকেলে বিএডিসি চেয়ারম্যান হাতিবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান নদীর পানি পরিমিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার করে রাবার ড্যাম এলাকা ও সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূউপরিস্থ পানিনির্ভর সেচ প্রদান করার লক্ষ্য বিএডিসি কর্তৃক একটি প্রকল্পের সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। সোমবার সকালে মিঠাপুকুর দুর্গাপুর ইউনিয়নের বকেরবাজারে তিনি চুক্তিবদ্ধ চাষিদের সাথে মতবিনিময় করেন। পরে তিনি তাজহাটে অবস্থিত বিএডিসি কার্যালয়ে রংপুর জোনের বিএডিসি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। উপস্থিত কর্মকর্তাদের নির্বিঘ্ন বোরো চাষের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পাবনার চাটমোহরে টেকসই কৃষি উন্নয়নে মৌ চাষ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

–এ.টি.এম.ফজলুল করিম, কৃতসা, পাবনা

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব মকবুল হোসেন, এমপি

মৌ চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। ইতোমধ্যে অনেক বেকার যুবক মৌচাষ করে ঘুরিয়েছে জীবনের চাকা। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও বেশি পরিমাণে মধু উৎপাদন করা সম্ভব। ফসলের মাঠে উন্নত পদ্ধতিতে মানসম্মত মধু উৎপাদনে ফসলের যেমন ফলন বাড়ে পাশাপাশি কৃষক মধু উৎপাদনের মাধ্যমে অধিক লাভবান হতে পারেন।

গত ২৮ ডিসেম্বর চাটমোহর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'টেকসই কৃষি উন্নয়নে মৌচাষ শীর্ষক' দিনব্যাপী কর্মশালায় এসব মত ব্যক্ত করেন বক্তারা। পাবনা মৌচাষি সমবায় সমিতি ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনার যৌথ আয়োজনে এবং চাষিপর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল, পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের সহযোগিতায় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন পাবনা-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আলহাজ মকবুল হোসেন। তিনি বলেন, মৌচাষিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর সাথে প্রয়োজন রয়েছে অর্থের। কৃষকদের মাঝেও সচেতনতা বাড়াতে হবে। মৌচাষে কি কি প্রতিবন্ধকতা আছে তা খুঁজে বের করে সুপারিশমালা তৈরি করতে হবে। যেটা সংসদে উপস্থাপনের মাধ্যমে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তিনি গাছে চাক বাধা বড় মাছিকে কিভাবে বশ করে খাঁচা বন্দী করে মৌচাষ বাড়ানো যায় সেই প্রক্রিয়া খুঁজে বের করতে গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান। ঢাকাস্থ চাষি পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল, পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটর মহাপরিচালক ড. আমজাদ হোসেন। স্বাগত বক্তব্য দেন পাবনা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিভূতি ভূষণ সরকার। অন্যদের মাঝে বক্তব্য দেন কৃষি বিভাগের বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মতিউর রহমান, চাটমোহর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সরকার অসীম কুমার ও মৌচাষি আমিনুর রহমান। কর্মশালায় মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে লিখিত বক্তব্য পাঠ ও অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পাবনা মৌচাষি সমবায় সমিতি ও উত্তরবঙ্গ মৌচাষি সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম। কর্মশালায় পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও নাটোর জেলার শতাধিক মৌচাষি অংশ নেন।

রাজশাহীতে আমের আধুনিক উৎপাদন কৌশল ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ

–মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, রাজশাহী

গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের সার্বিক সহযোগিতায় রাজশাহীর ফল গবেষণা কেন্দ্র বিনোদপুর, রাজশাহীর সম্মেলন রুমে 'আমের আধুনিক উৎপাদন কৌশল ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গম গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক কৃষিবিদ ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা ও সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. মো: হামীম রেজা।

কৃষক প্রশিক্ষণের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. আবুল কালাম আজাদ

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনীতে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আম বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় ফল। আর রাজশাহী আম উৎপাদনের প্রধান অঞ্চল। আধুনিক পদ্ধতিতে আম চাষ ও সংরক্ষণ করার মধ্য দিয়ে আমের ফলন বৃদ্ধি ও যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অপচয় রোধ করার সম্ভব। আম দীর্ঘমেয়াদি ফসল তাই সুদীর্ঘ সময় ধরে পরিচর্যা করতে হয়। বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবিত হওয়ায় আমের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জাতের বৈচিত্র্য এসেছে। আম এখন বিদেশে রপ্তানি করার মধ্য দিয়ে আম চাষিরা বেশ লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছে। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে বলেন, প্রশিক্ষণ যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে আমের উৎপাদন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ তৈরিতে অবদান রাখার অনুরোধ জানান।

সভাপতি তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাই তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের মনোযোগী হয়ে প্রশিক্ষন লব্ধ জ্ঞান নিজ তথা জাতীয় স্বার্থে মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণের অনুরোধ জানান। দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে ফল গবেষণা কেন্দ্র বিনোদপুর, রাজশাহীর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো: আলীম উদ্দিন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো: শামীম আকতার প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণে রাজশাহী অঞ্চলে ৮০ জন আদর্শ কৃষক অংশ নেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন ও মতবিনিময় করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী গত ২৮ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) সফর করেন। তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক এবং কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক অংশ নেন।

ইরির মহাপরিচালক ড. ম্যাথিউ মোরেলসহ ঊর্ধ্বতন বিজ্ঞানীগণ মাননীয় কৃষিমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। সফরে মাননীয় মন্ত্রীকে ধান গবেষণার বিভিন্ন দিক বিশেষ করে বাংলাদেশের উপযোগী জলমগ্নতা, খরা, লবণাক্ততা, তাপমাত্রা সহিষ্ণু; ভিটামিন, জিঙ্ক ও আয়রনসমৃদ্ধ অধিক উৎপাদনশীল ধান উন্নয়ন এসব বিষয়ে অবহিত করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী ইরির বিভিন্ন গবেষণাগার পরিদর্শন করেন। সফরে মাননীয় মন্ত্রীকে ইরির শীর্ষ বিজ্ঞানীগণ গুরুত্বপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা সম্পর্কে অবহিত করেন। ইরির মৌলিক গবেষণার উল্লেখযোগ্য এবং প্রধান দিক হচ্ছে ধানের উৎপাদনশীলতা বহুগুণ বাড়ানোর লক্ষ্যে এ ফসলের শরীরতাত্ত্বিক পরিবর্তন বিষয়ে যুগান্তকারী কর্মকাণ্ড।

এই সুদূরপ্রসারী গবেষণায় ধানের জিনের গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এর সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার দক্ষতা বাড়ানো হবে। ধান একটি সি৩-ভুক্ত উদ্ভিদ শ্রেণী, অন্যদিকে ভুট্টা ও সরগম সি৪-ভুক্ত উদ্ভিদ। সি৪ ফসল অধিক পরিমাণে সূর্যের আলো ও বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে অধিক খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। তাই সি৪-ভুক্ত উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষণের দক্ষতা বেশি হওয়ার কারণে সরগমের জিন ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে এ গবেষণা করা হচ্ছে। বিগত বাইশ বছরব্যাপী এ গবেষণার সাত বছরের অগ্রগতি বিষয়ে ল্যাবরেটরিতে বিশদভাবে মাননীয় মন্ত্রীকে অবহিত করেন ইরির বিজ্ঞানী ড. রবার্ট কু। মাননীয় মন্ত্রী এ গবেষণার সাফল্য কামনা করেন।

তিনি ইরির এসব মৌলিক ও উন্নত গবেষণায় বাংলাদেশী বিজ্ঞানীদের অধিক হারে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির অনুরোধ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের কৃষির সাফল্য সরকারের নানামুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। বিশেষ করে ধান উন্নয়নে ইরির মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তাই ইরির গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কৃষিবান্ধব সরকার বাংলাদেশ সরকার সব সহযোগিতা প্রদান করছে এবং এ সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। (বিজ্ঞপ্তি)

খাদ্যঘাটতি পূরণে কৃষিবিদদের অনেক অবদান রয়েছে- মাননীয় অর্থমন্ত্রী

এগ্রো ক্যারিয়ার এক্সপো ২০১৭ এর রিফ্লেকশন অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও অতিথিবৃন্দ

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে খাদ্য ঘাটতি পূরণে কৃষিবিদদের অনেক অবদান রয়েছে। একটা সময় বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি ছিল কিন্তু বর্তমানে চাহিদা পূরণ হয়েও বেশি হচ্ছে। দিনে দিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। ৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি)-অডিটোরিয়ামে এগ্রো ক্যারিয়ার এক্সপো' ২০১৭ এর রিফ্লেকশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে উৎপাদন বেড়েছে ৪ গুণ। কৃষিবিদদের দক্ষতা ও প্রযুক্তি ব্যবহারের সমন্বয়ে একই জমিতে আগের চেয়ে বেশি এবং ভালো ফসল হচ্ছে। সরকারি চাকরির পাশাপাশি বেসরকারি চাকরিতে কৃষিবিদরা ভালো করছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, ৪৫ বছরে দেশ কৃষিতে অনেক দূর এগিয়েছে, কৃষিতে বিকাশ সাধিত হয়ে চাকরির ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। নতুন নতুন উদ্যোক্তা সফলভাবে কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত করেছেন কৃষি ক্ষেত্রে। আর এসব কোম্পানিতে কৃষিবিদদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, যা নিঃসন্দেহে আনন্দের। বর্তমানে কৃষিতে জিডিপি ১৫ শতাংশ বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের সভাপতি কৃষিবিদ জনাব এ এম এম সালেহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে কৃষিবিদ জনাব আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম এমপি, ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. জসিমউদ্দিন খান বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া বক্তব্য দেন কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের মহাসচিব কৃষিবিদ খায়রুল আলম প্রিন্স, মেলার আহ্বায়ক সমীর চন্দ, সদস্যসচিব এম এম মিজানুর রহমান প্রমুখ। সমাপনী দিনে বিকেলে দুটি ট্রেনিং সেশন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে কৃষি সাংবাদিকতার ওপর আলোচনা করেন চ্যানেল আইয়ের পরিচালক শাইখ সিরাজ ও যোগাযোগ দক্ষতার ওপর আলোচনা করেন নাভীদ মাহবুব। (বিজ্ঞপ্তি)

দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলা ২০১৮ অনুষ্ঠিত

-কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, কৃতসা, ঢাকা

খুলনায় উন্নয়ন মেলা-২০১৮ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ

কুমিল্লায় উন্নয়ন মেলা-২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত স্টল পরিদর্শন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

'উন্নয়নের রোল মডেল, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ' -এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারা দেশে প্রতিটি জেলা উপজেলায় গত ১১-১৩ জানুয়ারি ২০১৮ তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে উন্নয়ন মেলা ২০১৮। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশব্যাপী তিন দিনের 'উন্নয়ন মেলা-২০১৮' এর শুভ উদ্বোধন করেন এবং এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

বর্তমান সরকারের সময় নেয়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি ২০২১ সালের মধ্যে 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ' এবং ২০৪১ সালের মধ্যে 'উন্নত বাংলাদেশ' গঠনে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতেই দেশজুড়ে উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়। জেলা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এ মেলায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি, আধাসরকারি সংস্থার স্টল স্থাপন করা হয়। এসব সরকারি, আধাসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে মেলায় আগত লোকদের সামনে তাদের নিজ নিজ সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি সরকারি সংস্থাগুলোর সেবাসমূহ মেলাস্থল থেকে সরাসরি প্রদানেরও ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রতিটি মেলায় উদ্বোধনী বর্ণাঢ্য র‍্যালি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, উন্নয়নের তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও দেশের মুক্তিযুদ্ধ ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া আয়োজন করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক আলোচনা, উন্নয়ন আলোচনা, বিতর্ক, রচনা প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা অবধি চলমান এ মেলায় অগণিত দর্শনার্থী আগমন করেন এবং সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ বিষয়ে অবহিত হন এবং প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করেন। মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সচিবসহ উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা প্রমুখ বিভিন্ন জেলা উপজেলায় অনুষ্ঠিত মেলার উদ্বোধনী/সমাপনী পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিটি মেলায় কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন সংস্থাগুলো একত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের একক স্টলে অংশগ্রহণ করে। স্টলে বর্তমান সরকারের সময়ে কৃষি উন্নয়নের সফলতার চিত্র তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি, জাত, ফসল ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। মেলা উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ভিডিও ডকুমেন্টারি ও বিভিন্ন প্রচারসামগ্রী প্রণয়ন করা হয় এবং মেলা উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রদর্শন করা হয়। মেলার সমাপনী দিবসে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সংস্থার স্টলকে পুরস্কৃত করা হয়। অধিকাংশ স্থানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্টল দর্শক নন্দিত হওয়ায় প্রথম স্থান অর্জন করে।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক পদে ড. মোঃ নুরুল ইসলামের যোগদান

কৃষিবিদ ড. মোঃ নুরুল ইসলাম গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে পরিচালক কৃষি তথ্য সার্ভিস পদে যোগদান করেছেন। কৃষি তথ্য সার্ভিসে যোগদানের আগে তিনি অতিরিক্ত পরিচালক (ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও আইসিটি বাস্তবায়ন), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকায় কর্মরত ছিলেন।

ড. মো: নুরুল ইসলাম ১৯৬১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি মাগুরা জেলার শ্রীপুরে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষক পরিবারের সন্তান হিসেবে কৃষি ও কৃষকের সাথে যোগসূত্র শৈশব থেকেই। কৃষির প্রতি গভীর ভালোবাসার সূত্র ধরেই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং কৃতিত্বের সাথে কৃষিতে স্নাতক (সম্মান) ও উদ্যানতত্ত্বে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। পরে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি অর্জন করেন। কৃষিবিষয়ক তাত্ত্বিক ও চাকরিলব্ধ জ্ঞানের পাশাপাশি তিনি সফলতার সাথে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং সেন্টার, ইতালি থেকে ডিপ্লোমা ইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। চাকরি জীবনে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন উচ্চতর বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সভা, কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন।

বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের গর্বিত সদস্য ড. মোঃ নুরুল ইসলাম ১৯৮৭ সালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে বিষয়বস্তু কর্মকর্তা হিসেবে খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলায় কর্মজীবন শুরু করেন। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন পদে এবং হর্টিকালচার সেন্টারে কাটিয়েছেন। পাশাপাশি বিদেশী আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাংক, এসডিসি, ডিএফআইডি, ইন্টারকোঅপারেশন, এফএও, ডানিডা, ইউএনডিপি, ইফাদ প্রভৃতি সংস্থায় দেশে এবং বিদেশে কনসালট্যান্ট হিসেবে অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করেছেন। সেই সাথে জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প (এনএটিপি ফেজ-১) পরিচালক (ডিএই অঙ্গ) হিসেবে অত্যন্ত সফলতার সাথে তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন করেছেন। ড. মোঃ নুরুল ইসলাম আইসিটিভিত্তিক ইনোভেশনের একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ রিসোর্স পারসন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের বিভিন্ন ইনোভেশন উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে ইনোভেশন অফিসার হিসেবে তিনি একাধিক ইনোভেশন উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং তার সময় ডিএই আইসিটি সংক্রান্ত কার্যক্রমে BASIS ICT Award 2017 (Champion), ICT World Award ২০১৭ সহ বিভিন্ন পুরস্কারে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ড. মোঃ নুরুল ইসলাম বিবাহিত ও দুই সন্তানের জনক। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র চিকিৎসক হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল কোরে মেজর পদে কর্মরত এবং কন্যাও চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

সম্পাদক : কৃষিবিদ ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, সমন্বয়ক: কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, কম্পিউটার গ্রাফিক্স ও কম্পোজ: মনোয়ারা খাতুন
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মো. নূর ইসলাম প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত